টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

আধুনিক
ডিজাইনের
= বিয়ের =
কার্ড
পণ্ডিত-প্রেসে পাবেন।

৫৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ— ২৩শে আষাঢ় বুধবার, ১৩৭৭ ইং 8th July. 1970 | ৮ম সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

প্রস্তুতকারক:

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।

STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44

দিকে দিকে কলেরা রোগ দেখা দিয়েছে।
জনসাধারণ প্রতিষেধক টিকা লউন।
বিলম্ব করিবেন না।

আঁতুড় হইতে কলেজ খরচা
হিসেব করিয়া চার হাজার,
বাবার নিকটে নিয়েছ গুনিয়া
পুত্রের দাবী কেন আবার ?
—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে আষাঢ় বুধবার সন ১৩৭৭ সাল।

দলে ভিড়ানো রাজনীতি ও সমাজতন্ত্রের লাড্ডু

খুব সম্প্রতি কংগ্রেসের দ্বি-ধারার ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হইয়া গেল। উভয় শিবিরের যোদ্ধারা নানা সলা-পরামর্শ করিয়াছেন। উভয় অধিবেশনে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, কূটনীতি—সব কিছুরই চচ্চড়ি হইয়া গিয়াছে। আদি-কংগ্রেস রাজনৈতিক প্রস্তাব লইয়া বুঝিলেন যে, আর সেদিন নাই। আগের দিনে উপর মহল হইতে যাহা চাপাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইত, 'বহুৎ খুব' বলিয়া তাহা তামিল করিতে শশব্যস্ততা পড়িয়া যাইত। কংগ্রেসের কমন প্ল্যাটফর্মে তখন এত উন্নাসিকতাও ছিল না। এখন কিন্তু প্রতিটি জিনিস সকলে বাজাইয়া লইতে চান।

আদি-কংগ্রেসের অধিবেশনে জাতীয় গণতান্ত্রিক দলসমূহের সহিত একটা বোঝাপড়ায় আসার কথা উঠিয়াছিল। কে জাতীয় দল? আর কেই বা সেই গণতান্ত্রিক দল? স্পষ্টই বুঝা যায়, যাহারা কংগ্রেসী নয় এমন সব দল। আর সমঝোতার প্রয়োজন কেন? প্রয়োজন এইজন্য যে, ইন্দিরা গান্ধী সরকারের পতন ঘটানো। যাহা হউক প্রশ্ন উঠিল, কাহাকে জাতীয় আর কাহাকে গণতান্ত্রিক দল আখ্যায় ভূষিত করা হইবে? ইহার সদুত্তর মিলিল না। বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার দরকার? কিন্তু বাঁধে কে? প্রশ্নের উত্তর মিলিল না এইজন্য যে, আদি কিংবা নব—তথাকথিত অকংগ্রেসী দলগুলিকে অপাংক্তেয় জ্ঞান করিলেও ক্ষেত্রবিশেষে কোন কোন রাজ্যে তাঁহাদের সহিত আঁতাত করিতে সচেষ্ট হন যদিচ সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নিজেকে তাঁহাদের সহিত একসূত্রে গাঁথিতে কিছুটা 'কিন্তু কিন্তু' করেন। আর সেইজন্য জনকংগ্রেস হউক বা বি, কে, ডি হউক অথবা বাংলা-কংগ্রেস হউক—যাহাকে যেমন ভাবে পারা যায়, দলে ভিড়ানো দরকার। এইজন্য বুঝি আদি কংগ্রেস জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্রদলের মদত পাইবার জন্য খুবই লালায়িত।

বস্তুতঃ বর্তমানের রাজনীতি হইতেছে দলে ভিড়ানো রাজনীতি। আদি-কংগ্রেসী অধিবেশনে জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র দলকে লইয়া 'জাতীয় গণতান্ত্রিক ব্লক' গঠন করিতে চাওয়া হইয়াছে। তাহার জন্য অনেক যুক্তির জাল বিস্তার করা হইল যাহাতে কোনও সভ্য নাক সিঁটকাইতে না পারেন। অদূর ভবিষ্যতে তাহা হইবেও হয়ত। অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, এখন 'আয় ভাই, দুটো পান খাই' না বলিলে পানের খিলি প্রাপ্তির সম্ভাবনা কম। গণতান্ত্রিক মহীরুহে নানা জাতির পাখীর বাসা থাকিতেই হইবে।

জনসঙ্ঘের শ্রীবলরাজ মাধোক সংসদে আদি-কংগ্রেস, জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র দলের দ্বারা গঠিতব্য উল্লেখিত 'ব্লক' সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। আদির অধিবেশনে গৃহীত সাম্প্রদায়িক সমস্যা, রাজনৈতিক সঙ্কট ও চতুর্থ যোজনার প্রস্তাবগুলির বিষয়ে জনসঙ্ঘ আপত্তির কিছু পান নাই। স্বতন্ত্র দলের শ্রীমাসানিও বেসুরী কিছু গাহেন নাই। 'জাতীয় গণতান্ত্রিক ব্লক'-এর ভাবী সেনাপতি শ্রীমোরারজী দেশাই ব্লকের শক্তিবৃদ্ধির জন্য নানা চেষ্টা করিতেছেন। ধাক্কা দিয়াছেন এস, এস, পি। কারণ কম্যুনিষ্ট মোকাবিলার ব্যাপারে এস, এস, পি নারাজ। তাহা ছাড়া আদি-কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে অর্থনৈতিক কর্মসূচীর কোন সুস্পষ্ট কথা বলা হয়নি বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। সুতরাং এস, এস, পি এইদিকে ভিড়িবেন কিনা বলা যায় না।

দুই শাখারোহীদের অধিবেশনে আর যাহাই হউক, যেটিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকার কথা—বৈষয়িক সমস্যার সমাধান, তাহা যে তিমিরে সেই তিমিরে। পরিকল্পিত অর্থনীতি প্ল্যানিংয়ের মাধ্যমে দেশে আনিবে প্রাচুর্যের ঢেউ; রিক্তের বেদনা আর থাকিবে না; দারিদ্র্যের অভিশাপ জ্বালা হইতে মানুষ পাইবে অব্যাহতি—সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর কত না বুলি ঝাড়া হইয়াছিল! জনগণের দেহে-মনে পুলক-বিহ্বলতার শিহরণ খেলিয়া গেল, দেশ কৃষিপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও দফায় দফায় পরিকল্পনায় কৃষি অগ্রাধিকার পাইল না; বেকারির কোন সুরাহা এখনও হইল না। মূল্যবৃদ্ধি দরিদ্র ও নিম্ন-মধ্যবিত্তকে নিশ্চিহ্ন করিতে চলিয়াছে। জাতীয় আয়-বৃদ্ধির ঢক্কানিনাদ মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির স্বস্তি দিতে পারে নাই। দেশে টাকার ব্যয়ের পরিমাণের অনুপাতে উৎপাদন অনেক কম। বিদেশী অর্থ-সাহায্য, ঘাটতি বাজেট, ডেফিসিট অর্থনীতি আনিয়াছে মুদ্রাস্ফীতি যাহা অদূরদর্শী অর্থনীতির ফলশ্রুতি।

আমাদের হাতে দিল্লীপ্রেরিত সমাজতন্ত্রের লাড্ডু কবে দেওয়া হইবে, সেই আশায় দিন যায়।

হায়! অসহায় মানুষ

গত বৎসর জঙ্গিপুর মহকুমার অন্তর্গত অরঙ্গাবাদ ও তার পার্শ্ববর্ত্তী কতকগুলি অঞ্চল গঙ্গার প্রচণ্ড ভাঙনে প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়ায় সেই সব অঞ্চলের প্রায় ৬০০/৭০০ শত পরিবার গৃহহারা হ'য়ে বর্ত্তমানে অরঙ্গাবাদ-সুতী থানার লিঙ্ক রোডের দু'ধারে বসবাস করছেন। তাঁদের কষ্টের সীমা নাই। তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার যাতে নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে বাসোপযোগী জমি একুইজিসন করেন সেজন্য স্থানীয় এম, এল, এ মহম্মদ সোহরাব রাজ্যপালের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত উপদেষ্টা শ্রীকে, কে, সেনের কক্ষে শ্রীসেন সহ উক্ত দপ্তরের সেক্রেটারী ও ত্রাণ-বিভাগের সেক্রেটারীর সঙ্গে বিশদ আলোচনা করেন। সরকারী কর্তৃপক্ষ সহানুভূতির সঙ্গে বিষয়টি বিবেচনা করবেন এবং জেলা কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করে পুনর্ব্বাসনের জায়গা স্থির করবেন এইরূপ আশ্বাস দেন।

গ্রামবাংলার দিকে দিকে

আষাঢ় প্রায় অতিক্রান্ত। কিন্তু এখনও গ্রামের প্রায় জমিতে জলের অভাব। চাষীদের মুখে হতাশার বাণী—তবে কি হবে? কণ্ঠে তাদের করুণ স্বর—জল চাই, চাই জল। আবাদের মরশুম আষাঢ়-শ্রাবণ। কিন্তু কই কতটুকু আবাদ হলো দেশে? ক্যানেল এলাকায় আবাদ উপযোগী জল গিয়েছে। কিন্তু যেখানে ক্যানেল নাই সেখানে জমি খাঁ খাঁ করছে। আবার কোথাও যেটুকু আকাশের দাক্ষিণ্য নেমে এসেছে—তাও নিঃশেষিত প্রায়। কোথাও আবার বৃষ্টির অভাবে উপ্ত চারাগাছ শুকিয়ে যাচ্ছে। এ বছর বর্ষার প্রথমভাগে মানুষের মন ভাবী প্রত্যাশায় ভরে উঠেছিল। কয়েকদিন ধরে মেঘলা আবহাওয়া আর একটানা বৃষ্টি দেখে চাষীদের মনে জেগেছিল উৎসাহ। বপন করেছিল বীজ। কিন্তু, তারপর বৃষ্টিভার হীন আকাশ। চলচ্চিত্রের মধ্যে কেটে গেল আষাঢ়ের দিন। কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে দু'এক পশলা বৃষ্টি হলেও ধান রোয়ার পক্ষে তা অকিঞ্চিৎকর। ক্যানেল অঞ্চলে চাষের কাজ মন্দ-মন্থর গতিতে চলতে থাকলেও—চিন্তার কথা, যেখানে নাই ক্যানেলের জলধারা—সেখানে কিষাণ, হাল, গরু সব বেকার।

জরুর আথুয়া রাস্তা
যে তিমিরে সেই তিমিরে

জরুর হইতে আথুয়া রাস্তা একটী বাদশাহী সড়ক। আথুয়ার কাঁদর পার হ'য়ে ইহা বীরভূম জেলার দিকে চলে গিয়েছে। ইহা জঙ্গিপুর মহকুমার প্রয়োজনীয় রাস্তা। মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ ইহার তত্ত্বাবধায়ক। জামুয়ার অঞ্চলের রমনা গ্রামে স্বর্গীয় গোকুলচন্দ্র দাস মহাশয়ের বাড়ীর সম্মুখস্থ রাস্তা এত খারাপ হ'য়েছে যে গোগাড়ী চলাচল করিতে পারে না। ইতিপূর্ব্বে বহুবার এই রাস্তা সম্বন্ধে বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় কিছুদিন পূর্ব্বে এই রাস্তার কতকাংশে এবড়োখেবড়ো ভাবে মাটি ফেলে ঠিকাদার নিজ কর্ত্তব্য শেষ করেছে। গ্রামবাসীদের অনুরোধ স্বত্ত্বেও ভালভাবে মাটি না ফেলে পরে হবে বলে সরে পড়েছে। এখন কথা হচ্ছে ঠিকাদারের কাজ তদারক করার জন্য জেলা-পরিষদের বেতন-ভোগী রোড সরকার, সাব-ওভারসিয়র আছেন। তাঁরা এই রাস্তায় মাটির ফেলার কাজ পরিদর্শন করেছেন—না অফিসের আরাম কেদারায় বসে ঠিকাদারের বিলে Checked and found correct লিখে নিজ কর্ত্তব্য সমাধা করেছেন—কোন্‌টা ঠিক? উপরোক্ত বিষয়ে জঙ্গিপুরের নবাগত মহকুমা-শাসক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

সর্পদংশনে মৃত্যু

বর্ষারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন গ্রাম থেকে সর্পদংশনে মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। গত ২রা জুলাই রাত্রিতে জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশনের অনতিদূরে নয়াগ্রামের রহিম সেখ নামক এক যুবককে সাপে কামড়ায়, বাড়ীতে নানাপ্রকার চিকিৎসা করিয়া কোন ফল না হওয়ায় তাহাকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে আনিবার সময় পথিমধ্যে খড়খড়ি নদীর নিকট তাহার মৃত্যু হয়। রহিম মিঞাপুর চাউলপটিতে কুলির কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত।

মুর্শিদাবাদের আম
প্রথম পুরস্কার লাভ

সহযোগী 'জনমত' পত্রিকায় প্রকাশ—লালবাগ শহরের শ্রীকৃষ্ণদুলাল ঘোষ কলিকাতা আলিপুরে অনুষ্ঠিত সারা ভারত আম্র-প্রতিযোগিতায় 'ভারতশ্রী' জয়মুকুট পেয়েছেন। তিনি যে আমগুলি দিয়েছিলেন তার মধ্যে 'হিমসাগর' ও 'ভবানী চৌরস' প্রথম আর ল্যাংড়া, গোপালভোগ, বীরা, ও দাউদি দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে। সবগুলি নম্বর যোগ করে শ্রীঘোষ সারা ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতের আম উৎপাদনকারী হিসাবে নগদ সাতশো পঞ্চাশ টাকা আর একটি অমূল্য অভিজ্ঞান-পত্র ঘরে নিয়ে এসেছেন।

গত বছরও সারা বাংলার আম্র-প্রদর্শনীতে শ্রীঘোষ 'বঙ্গশ্রী' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পান।

Wanted a B. A. Hons. (Sanskrit) in deputation vacancy. Apply to Secretary, Raghunathganj H. S. M. School, P. O. Raghunathganj, Dt. Murshidabad within 16. 7. 70.

করণিক আবশ্যক

গিরিয়া জুনিয়র হাই স্কুলে, পোঃ গিরিয়া, জেলা মুর্শিদাবাদ, একটি করণিকের পদের জন্য কমপক্ষে স্কুল-ফাইনাল অথবা হায়ার সেকেণ্ডারী উত্তীর্ণ পুরুষ প্রার্থীগণের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। আগামী ১৭ই জুলাই ১৯৭০, তারিখ মধ্যে দরখাস্ত সেক্রেটারী মহাশয়ের নিকট পৌছান চাই।

Deputation vacancy তে শিক্ষকতা করিবার জন্য নবম ও দশম শ্রেণীতে ইংরাজি ও সংস্কৃত পড়াইতে সক্ষম একজন অভিজ্ঞ B. A. B. T. অথবা B. A. শিক্ষক আবশ্যক। আগামী এক সপ্তাহ মধ্যে দরখাস্ত পৌছান চাই।

প্রধান শিক্ষক, বংশবাটী হাই-স্কুল
পোঃ বংশবাটী, জেঃ মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের
ফাইন্যাল পরীক্ষার ফলাফল

এইবার জঙ্গিপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাখায় ৫৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১১ জন ১ম বিভাগে ৩৩ জন ২য় বিভাগে, ৬ জন ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে ও ৭ জন কম্পার্টমেণ্টাল পাইয়াছে।

হিউম্যানিটি শাখায় ৭৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১১ জন ২য় বিভাগে, ৪৯ জন ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং ৭ জন কম্পার্টমেণ্টাল পাইয়াছে।

টেকনিক্যাল শাখায় ১১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৬ জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং ৫ জন কম্পার্টমেণ্টাল পাইয়াছে।

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে জঙ্গিপুর উচ্চ মাধ্যমিক সর্ব্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের (১৯৭০) হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার ফলাফল অতীব সন্তোষজনক। বহুদিন এরকম ফল হয় নাই। উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় প্রমুখ শিক্ষক-মণ্ডলীর উদ্যম প্রশংসনীয়।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস ০ কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।
এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আর পি. ওয়াচ কোং

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।
ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেরামতের জন্য **আর. পি. ওয়াচ কোং** র দোকানে পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের
পামারি

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ
কবিরাজ **শ্রীরোহিণীকুমার রায়,** বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪·০০ চারি টাকা, শহরে ৩·০০ তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার:—প্রতিবার প্রতি লাইন ৭৫ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেন্টিমিটার ১·৫০ এক টাকা পঁঞ্চাশ পয়সা, পূর্ণ পৃষ্ঠা ৮০·০০ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৪৫·০০ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ২৫·০০ টাকা। চারি টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।